KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯
Collection : KLMLGK	Publisher : গৌরকিশোর সুন্দর ৮৩, (1, 2) / অভিজিৎ সরকার (1/4, 5)
Title : অত্বর (ATWAR)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1, 2, 1/4, 5	Year of Publication : ১৩৭২ (প্রথম সংকলন), ১৩৭৬ (দ্বিতীয় সংকলন), ১৩৭৬ (পৌষ), ১৩৭৪ (পঞ্চম সংকলন)
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অত্বর পর্ষদ (1)(2) শ্যামসুন্দর ৮৩, সুভঙ্কর ঘোষ (1/4) অভিজিৎ সরকার, সুভঙ্কর ঘোষ (5)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সচেতন

দ্বিতীয় সংকলন

অত্বর

কবিতা পত্রিকা

দ্বিতীয় সঙ্কলন

বৈশাখ তেরশো তিয়াত্তর

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র রাম বসু শঙ্খ ঘোষ তরুণ সান্যাল কৃষ্ণধর
মোহিত চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র গুহ কৃষ্ণা সেনগুপ্ত স্বপন দাস
শ্যামসুন্দর দত্ত শুভঙ্কর ঘোষ স্বস্তি চট্টোপাধ্যায় চন্দন ভট্টাচার্য
অভিজিৎ সরকার অর্পিতা রুদ্র স্বপন চক্রবর্ত্তী প্রদীপ বিশ্বাস
চন্দন মজুমদার স্বর্ণেন্দু দত্ত সুশান্ত কর্মকার মৃণাল দেব

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ সুশান্ত কর্মকার
সাধারণ সচিব ঃ ইলা চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ঃ গৌরাঙ্গ সুন্দর দত্ত
(অত্বর পর্ষদের পক্ষ থেকে)

অত্বর দপ্তর ঃ
সাতষোট্টির দুই মহাত্মা গান্ধী রোড
কোলকাতা—নয়।

কিছু বলার জন্যেই বলা নয়॥

অন্তর-এর ২য় সঙ্কলন বেরুল। গতবারের তুলনায় এবারের মালমসলা অনেক বেশী স্বাস্থ্যবান সেহেতু মনে হওয়া স্বাভাবিক, আত্মনেপদী সমীক্ষায় হয়ত অন্তর এর কণ্ঠস্বর কিছুটা সরব। কিন্তু এও তো সত্যি কথা, অস্তিত্বের জাগৃহি মনোভাব কোন রকমেই অপাংক্তেয় কিম্বা অমূলক নয়। প্রসঙ্গটি মনে এল, গত সঙ্কলনের সূত্র ধরে। অর্থাৎ ১ম সঙ্কলনকে ঘিরে কিছু ব্যক্তির মনে নাকি ক্রোধের মেঘ জমেছে। সুখের কথা, তাঁরা অনুরাগী হোন বা না হোন, এটি প্রতিপন্ন হ'লো, অন্তর-এর দৃষ্টিআকর্ষণী শক্তি কিছুটা কার্যকর হয়েছে। যাঁরা চিঠি পাঠিয়ে আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন তাঁদের প্রতি কিছু বলার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাদের ওপর বর্তাচ্ছে।

এ পর্যন্ত যত চিঠি এসেছে, তার মূলকথা গত সংখ্যার কবিতা সাধারণভাবে রসোত্তীর্ণ এবং কম বেশী পরিমানে পরীক্ষামূলক। কিন্তু 'কিছু বলার জন্যে বলা নয়' বিভাগটি'ই পাঠকের মধ্যে মতভেদ, ক্রোধাগ্নিও মানসিক ঝড় তুলেছে। প্রথমত, কোন এক সহৃদয় বিভাগটির নামকরণে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর অভিমত, কিছু বলার জন্যেই যদি বলা নয়, তাহলে বাপু, বৃথা পরিশ্রমে কিছু বলা কেন? চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নামকরণের ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, আজকাল অসংখ্য পত্রিকার মুখবন্ধে পাঠকের মুখবন্ধ করার জন্যে 'কিছু বলা' রেওয়াজ-এ দাঁড়িয়ে গেছে। যেহেতু আমরা ফরমালিটি-তে অভ্যস্ত নই, আমাদের বলা, 'কিছু বলার জন্যেই বলা নয়।' অর্থাৎ যদি কিছু বলতে হয়, ভেবে বলাই আমাদের লক্ষ্য হবে। মামুলী ভদ্রতার উস্কানিতে কিছু বলা নয়।

একটি চিঠির বক্তব্য, এই বিভাগে, গত বার যে 'কবিতা পত্রিকার ইতিহাস' দেওয়া হয়েছে তা ভুল। আমাদের বিনীত নিবেদন, পত্রলেখক গোড়াতেই ভুল করেছেন। গতবার আমাদের লক্ষ্য ইতিহাস ছিলনা, স্বতন্ত্র কবিতা পত্রিকার প্রয়োজন কেন হ'লো তারই কারণ দর্শাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটুকু পুনরায় আবৃত্তি করতে হচ্ছে যে, কবিতা সাময়িক পত্রিকায় প্রায়ই অবহেলিত হত, যথাযোগ্য মর্যাদা পেত না, পাদপূরণের জন্যে ছাপানো হত, তারই অভিমান ভরা প্রতিবাদে বুদ্ধদেব বসু বের করলেন, কবিতা পত্রিকা। ক্রমসূত্রে ইতিহাসের পথ বেয়ে কৃত্তিবাস শতভিষা ইত্যাদি আজ তার উত্তর-সূরী। কিন্তু এদের উল্লেখ মাত্রেই অনুল্লিখিতদের অবজ্ঞা করা নয়। আমরা তো জানি, হাল আমলে বহু কবিতা পত্রিকা বেরিয়েছে। কোনোটা তো উঠে গেছে। কোনোটা চলছে। যাইহোক, বহু পাঠকের অনুরোধে আগামী যে কোনো সংখ্যায় আমরা কবিতা পত্রিকার ইতিহাস সম্পর্কে একটা কালানুক্রমিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারব ব'লে আশাকরি।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা গঠন মূলক অভিযোগ করুন। যে কোনো চিঠি সমালোচনামূলক ও সাহিত্যপদবাচ্য হ'লে আমরা ছাপবার চেষ্টা করব। তাহলে এই বিভাগে অন্য কিছু আলোচনার ব্যবস্থা করা যাবে। আমরা চাই, অন্তর একটা গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে পথ কেটে নিক। অন্তর আমার আপনার সকলের পত্রিকা, এ আমাদের ঐকান্তিক ঘোষনা। অন্তর তার সঙ্গে প্রত্যেককে হাত মিলিয়ে চলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

॥ বিক্ষুব্ধ দিনের দুটি কবিতা ॥

॥ ১১ই মার্চ ১৯৬৬ ॥

উত্তেজিত মার্চের দুপুর।

মাঝে মাঝে স্মৃতিতে বিভ্রম
সেই ঝরা পাতা ওড়া, ধুলো ওড়া
রক্ত পলাশের ডালে উদ্দাম আগুন ঝরা দিন।

সেই কবেকার দিন,
বাংলা দেশ, কপালে রক্তের ফোঁটা
কোলে মরা ছেলে

সেই তীক্ষ্ণ গুলির আওয়াজ
আবার রক্তের দাগে সেতু বেঁধে দিল
এপারে ওপারে॥

॥ বি, টি, রোডের শহীদ ॥

লোকটি দুপুর বেলায় কাজের শেষে ঘরে ফিরছিল
আর তার কাজে ফেরা হল না।

যে লোকটি টিফিনে ঘরে এসেছিল, আর
যে ব্যক্তি এই পথে শুয়ে আছে
তারা এক নয়।

চৈত্রের এলোমেলো হাওয়ায় ওড়া ধুলো
ওর চুলের অরণ্যে পথ হারিয়েছে
ওর মুখের নির্বোধ তৃপ্তি
সূর্যের উদার আলোয় উদ্ভাসিত।

ভীষণ খিদে পেয়েছিল ওর
ও এখন নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে।
এখন চীৎকার করো না

তোমাদের সমবেত কান্নায়
ও যদি হঠাৎ উঠে বসে
যদি ও আবার চোখ মেলে
হয়ত তাহলে
ওর সাথে সাথে সমস্ত বাংলা দেশ চীৎকার করে উঠবে
খেতে দাও, খেতে দাও, খেতে
দাও।

তখন ওর স্থির দুটি চোখের দিকে তাকাতে
এই গ্রীষ্মের সূর্যও ভীত হবে।

রাম বসু

॥ তার চেয়ে ॥

মাঝ রাতে আয়নায় নিজেকে কখনো দেখেছো ?
নিজেকে দেখে আঁৎকে উঠেছো তুমি ?
বড় জোর মনে হয়েছে তুমি বড় অসহায়, একা।
তবে ? তোমার বিকৃতি দেখে কেন ভাবো জগৎ বিকৃত ?
আর এতদিনের তপস্যা, জীবন, তাকে কলুষিত করো ?

তার চেয়ে আমি কি বলি জানো ?
সেই সব তাড়িত মুহূর্তে গায়ে নক্ষত্রের চন্দন মেখো
অন্ধকার নিকষ পাথরে এক মূর্তি কুঁদে রেখো তখন
তোমার সব প্রেম ঘৃণা বিক্রম দিয়ে নিষ্ঠার মূর্তি
দেখবে, তোমার অন্ধ চোখ দুটো তখন ধ্রুবতারার
চেয়েও উজ্জ্বল জীবন্ত।

তার চেয়ে আমি কি বলি জানো ?
যে মেয়েটিকে তুমি ভালবাস অথবা মনে কর
তুমি ভালবাস
তার মুখের দিকে তাকালেই বুঝবে সে দ্বিতীয়
পৃথিবী আর তুমি আদিম সূর্য।

কাপুরুষের মতো মৃত্যুকে চরম ভেবোনা বন্ধু।

শঙ্খ ঘোষ

॥ শেষ সূর্য ॥

কেন তোমাদের কাছে এসেছি শুধাও একবার,
এতো উদাসীন ভালো নয়।
উদাসীনতার ছায়া জনহীন মন্দিরের মতো
জনহীনতার ছায়া জনতার বুকের ভিতর
এতো উদাসীন ভালো নয়।

থাকার আকাঙ্খা ছিল বহুক্ষণ, আরো বহুদিন
থাকার আকাঙ্খা
থাকার আকাঙ্খা খুব থাকা
দিবসের শেষ সূর্য চলে যায় বুকের আঁচলে।

কেন তোমাদের কাছে এসেছি তা জানো, হায় নারী,
নিবিড় সবুজে দাপাদাপি—
আমি মুখ নিচু করে রেখে দিই নিজের ভিতরে
দিবসের শেষ সূর্য টেনে নেয় বুকের আঁচল।

তরুণ সান্যাল

॥ বৃদ্ধ মালিটির উক্তি ॥

মিথ্যাই পথের ধুলো বুকে নিলি সৌখীন বকুল
এমনি ঝরে কোন তৃপ্তি নাই,
এই আমি, বাষট্টিটা বছর দিলাম, কই ফুল
ফোটেনা, কেবল আমি বয়সই বাড়াই।

প্রভু জগন্নাথ জানে, এত দিন বাংলা দেশে মাটি
গুঁড়ো করে, জলে ধুয়ে, নিড়িয়ে শরীর হল নোনা
চামড়া হল শুকনো ছাল মুড়ে যেন এক বোঝা প্যাকাটি
ফুল তবু, প্রভু জানে, ফুটেও ফুটলোনা।

হয়তো হাওয়ায় ছিল নন্দন বনের গন্ধ, আর
ধুলো অন্য রূপান্তর যাচঞা নিয়ে বীজে ছিল ঘুমে
চোখে পড়ে ঋতু আসে, মাস যায়, আমার উদ্ধার
আসে না লতায়, ডালে : গাছে বৃক্ষে মহীরুহে দ্রুমে
আ ঋতু ও শূন্য হলে বড় রুক্ষ ভ্রষ্টত্বকে ডাল
…আমি বলি, ফুল হয় না, এমন যা কিছু শিল্প হেন
ফুটবে ঝরে পড়বে, কিন্তু ছিঁড়ে আনবে ত্রিলোক ত্রিকাল !

বকুল বৃথাই তুই ধুলো ছুঁয়ে, শিশিরে বিদায়....
এদেহও ধুলো হলে জগন্নাথ তুলে নেন কোলে
মুছে দেন নোনা সমুদ্রের দোলে দায়
চিকুরে পিপাসাসম কৃষ্ণচূড়া, শিল্পে দরজা খোলে
কে জানে, হা, অন্ধকারে এমন উদ্ধারে প্রতি পাকে
তুলে নিয়ে যান তিনি বাষট্টি বছরে ব্যর্থ
উড়ে মালি, এমন কী আমাকে !

বকুল, বুকের রক্তমাংস মিশে এ শরীর কাদা
আমিও দীঘির স্থির দর্পন শরীরে জল তুলতে বহুবার
দেখলাম, আমারও মাথা রজনী গন্ধা-না-গন্ধরাজ্
না-কী-বা প্রভুর পায়ে টগরের মত শান্ত সাদা ॥

কৃষ্ণ ধর

॥ মৌন মিছিল ॥

মৌন এ পথের বাঁকে মহাদেশ বাংলাদেশ অন্য ইতিহাসে
নীরব প্রশ্নের জন্য থমকানো, সুবিশাল রক্তের জোয়ারে
অনেক উজানে যাবে, মানুষের জমাট মিছিলে, কোন দেশে
প্রাণের দ্বীপের দিকে, মৃত্যুহীন বিশ্বাসের নির্ভয় সওয়ারে।

বাঁধ কি ভোরেই ভেঙে স্রোতের ফুলের মতো ভেসে
গঙ্গার তীর ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরে যাবে, প্রশ্নের আকারে
বিশাল মৌনের কাছে, ঢেউয়ের দোলায় ম্লান হেসে
জননীর ভেজা চোখ তপ্ত বুক, স্তব্ধ হাহাকারে ?

জানিনা তো, শোকস্তব্ধ বাংলার গাছ মাটি বিপন্ন আকাশে
কা'র দেহ দিয়ে এল কলার মান্দাসে তুলে গাঙুরের জলে ?
ঢেউয়ের চূড়োতে ভেসে, নিরুদ্দেশ সাগরের গভীর আশ্বাসে
ফিরবে কি পুনরায় মধুকরে, বাংলার জননীর কোলে ?

রক্তে এই প্রশ্ন জাগে, পায়ে হাঁটে অবিরাম দুরন্ত মিছিল
আলোকিত কোলাহলে, এই মৌন কলরবে, খুঁজে পাই মিল ॥

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

॥ ষোড়শপদী ॥

দিন গেলে প্রার্থনাও বদলে যায় ক্রমে।
প্রত্যহ রৌদ্রেও কিছু রঙের বদল ঘটে যায় ;
এরকম পৃথিবীতে আছি ব'লে বুকের ভিতর
চাঁদের কিনার থেকে দুই ভাগে ভেঙে যায় সহসা হৃদয়।
জলেরও ভিতরে জল অতর্কিতে ভাগ হয়ে যায়
দুইদল হয়ে যায় লাল নীল একাকার ঢেউ।
অনেক বদল হয় অনাবৃত ডালিমের ক্ষেতে
অথচ অনন্ত মিল ভেবেছিলে প্রভাত বেলায়।

তবু তুমি বড় ভাল—ধুয়ে মুছে জল তবু জল।
এস পৃথিবীর দণ্ড ভুলে গিয়ে চৈত্রের বাতাসে
যেটুকু মুঠোয় থাকে তাই নিয়ে খেলি।
আমাদের দ্বিধা নেই, ঢাকা নেই অন্ধকারে কিছু—
নগ্নতা বিহীন হ'লে কোনক্রমে জন্ম অসম্ভব।
তরঙ্গও মুক্ত রাখে স্তনগুলি প্রকাশ্য আলোকে
অনাবৃত গাছগুলি চিরকাল বেশ ভাল আছে
ফুলের পোষাক শুধু ফুলে।

রবীন্দ্র গুহ

॥ ছবিগুলি চমকে ওঠে ॥

শিয়রে টাঙানো আছে কতগুলি মৃতমানুষের মুখ
প্রতিদিন ঘুম ভেঙ্গে যখনই দৃষ্টি মেলি আতস বাজির মত মনে পড়ে
তোমাদের কথা,
মাতৃহারা মেয়েটির সংসারের কথা, ক্রমশঃ বিষন্ন হয় মন
ক্রমশঃ ক্রমশঃ হারিয়ে যাই অর্গলহীন জানালার দ্রুত অন্ধকারে ;
দয়াপরবশ হয়ে কেউ কি পারো না মুছে দিতে
কুটবুদ্ধি শিল্পীর আঁকা এসকল প্রিয়ছবিগুলি ?
সে বছর পিকনিকে গিয়ে শিউনাথ নদীর কিনারে
পেয়ে যাই তিনখণ্ড শ্বেতশুভ্র শাঁখা, তাই নিয়ে বচনবাগীশ বন্ধুদের মুখে
স্নায়ুদীপ্ত কবিত্বের ঘটা ;
নবোঢ়া রমনীর সাথে কতজন সঙ্গীসাথী ছিল ?
সুহৃদ বন্ধু অথবা সুদর্শ স্বামী, কেউ ছিল ?
নাকি ভয়ংকর দুঃখের তাপে জালিয়ে হৃদয় মুখ
অতঃপর একাই এসেছিল নদীর কিনারে ?
'আমরা দেখেছি তারে'—কেউ কেউ সশব্দে বলল কথাটা।
ভীষন অন্ধকারে সাথে নিয়ে ধূসর হৃদয়, বুদ্ধি ও জরা
প্রতিরোজ ঘুরত সে ফুলের বাগানে, এবং খুঁজত
দংশনহীন নিটোল সুন্দর গোলাপের কলি ;
অথচ কোনদিনও পায়নি সে বর্গ দুই ঈশ্বরের জমি,
অতঃপর ক্রোধ এলো, ঘৃণা, ভয়, লজ্জা ও দয়া !
'সে মেয়ের ছবি আছে আমাদের ঘরে'—আরো কেউ
হাসল অন্ধকারে। তখন
শিয়রে টাঙানো মৃত মুখ গুলির কথা মনে পড়ল আমার
ইঞ্জিন বিহীন রেলগাড়িটার কথা
আর, সেই মেয়েটির কথা
পুনর্মিলনের কথা
ক্রমশঃ বুক ভেঙ্গে কান্না নামে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ
নেমে যাই শিউনাথ জলের অতলে !

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

॥ স্ব-ভূমি থেকে ॥

গভীর রাতের স্বপ্নের ভাবনাটা
চেয়েছিলো
আকাশের রামধনুটাকে
এক বিছানায় পাশাপাশি শোয়াতে।
তারাগুলো দাপাদাপি কোরে
স্বার্থহানির আশঙ্কায়
অভিশাপ দিয়ে চললো ;
ভাবনাটা চুপি চুপি ফুঁপিয়ে কাঁদলো,
রামধনুর মিলিয়ে যাবার কালেও
প্রায় শেষের দিকে।

দিশেহারা তাই বলে ওঠে
"রাগ কোরো না তুমি,
এক অপদার্থ ক্রন্দসীর জন্য
আর কত রাত মিথ্যা কাটাবে।"

স্বপন দাস

॥ একটি গদ্য কবিতা ॥

সেদিন শ্মশানে অদ্ভুত ধরণের একটা
শবদেহ দেখেছিলাম—লোকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে
গেছে।....মৃত্যু সম্ভবতঃ অপুষ্টিজনিত রোগে।
ডাক্তারের রিপোর্টে এই গোছের কোন কথাই লেখা থাকবে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হলো
লোকটার হাসি! মরে গিয়েও ঠাট্টা করতে ছাড়েনি
লোকটা। যেন ঠাট্টাতে ওর জন্মাধিকার

ঠিক যেমন ক্ষিদে পাওয়ানোর অধিকার উপর ওয়ালার।
তাই মরবার আগে অথবা নিঃশ্বাস ছাড়ার
পরমুহূর্তে (ঈশ্বরের করুণা নিশ্চয়ই !) তার একান্ত
উপহার—বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্পাপ নৃশংস
এবং নোংরা গালাগাল, — দুঠোঁটের ভাঁজে
যেন কালো হাসির মোড়কে ঐ কান্নাটা।

অথচ পৃথিবী এখনো মুখ ঢাকেনি সংকোচে !

শ্যামসুন্দর দত্ত

॥ নিঃসঙ্গ চোখ, সমুদ্র তীরে ॥

ঝলসানো রোদ্দুরের যন্ত্রনা বয়ে পথে চলি
বড় সাধ হয় সমুদ্রে যাবার
চোখের সমুদ্রে কবে সে জাহাজ তলিয়ে গেছে সাদা রুমাল উড়িয়ে
অথচ এখনো বড় সাধ হয় সমুদ্রে যেতে।

সে তো জানেনা, কেমন করে বেঁচে আছি !
একা পথচলায় কী ভীষন ক্লান্তি সমস্তক্ষণ রোদ্দুর ঝরিয়ে
সে তো জানেনা কেমন করে সর্বহারার দিন কাটে
অনির্দ্দেশ্য পথেঘাটে অথবা শ্মশানের ধূসর বুকের পাঁজরে !

আমি তো তারই আঁচলের স্নিগ্ধতায় সমস্ত আকাশকে
দুহাতে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে
আকাশের অযাচিত হলুদ গহ্বরে ক্রমশঃই তলিয়ে যাচ্ছি
আমি যে তলিয়ে যাচ্ছি.....
সে কি বিশ্বাস করবে তবুও দুহাত বাড়িয়েই রয়েছি এখনো !

কত সহজেই বিদায় নিয়ে চলে গেল সে বেলা ফুরোতেই
সে তো জানেনা স্মৃতির স্তূপ অনড় আমার বুকে
বিহ্বল আমার ঘূর্ণায়মান ভুবনে—
এখনো ত তার শ্রাবন মেঘের সজল চুলে
সবুজ ঘাসের দ্বীপের সন্ধ্যাহাওয়ার স্রোত বয়ে যায়
এখনো ত আমাকে উদাসীন করে অলস দুপুরে স্মৃতির গন্ধ।

কতকাল আর গোপনে এমন করে কান্নায় ভেঙে পড়ি
কতকাল আর তাকে কবিতায়, রবীন্দ্র সংগীতে, অশ্রুজলে
অবিমিশ্র করে রাখি প্রানের গভীরে !
বাউণ্ডুলের বিফল বাসনায় হিমের দেশের রুদ্ধতা নামে সকল দ্বারে
পাথর শুধু পাথর জমে বুকের ভেতর নীরব অভিমানে,—

কেন সে এলোনা এখনো, আসবেনা তবে কি
নিঃসঙ্গতার অগম উপত্যকায় কতকাল আর কাটাই এমনি করে
কতকাল আর বুকের কথা বয়ে চলি একাই নীরব হয়ে
আত্মমুখর বিবর্ণ শহরের পথেঘাটে ধুলো মেখে ?
অসহনীয় শ্বাসকষ্টের সব পাথরগুলো সরিয়ে নিয়ে
সে কি আমাকে ডাক দিয়ে নেবেনা কাছে এসে !
সে কি আমাকে স্নিগ্ধ আকাশ দেবেনা সমুদ্রতীরে !

শুভঙ্কর ঘোষ

॥ পদব্রজে যতি নেই ॥

॥ শু-

পদব্রজে কতদূর যেতে পারি আমি নিজেই জানিনা

অনেক স্পর্শকাতর চেনামুখের রক্তজবা ঠোঁটে গোলাপী
চন্দনের মতো
একগুচ্ছ আকাঙ্খা বিনিময়ের নরম চুমু মাখিয়ে

কত দূরেই যাওয়া চলে

মনে ভাসে আষাঢ়ের আগন্তুক মেঘ

তিনদিন তিন রাত্রির পাহাড়ী বাসনা ছুঁয়ে, ডোরাকাটা ইচ্ছায়
লক্ষ সূর্যের প্রচ্ছদ নিয়ে মগ্ন হওয়া যায় কোন সীমান্ত অবধি
আমার কিছু জানা নেই—
আমার জানা নেই, পদব্রজে কতদূর যেতে পারি, প্রত্যাশার কিনারে
কোন্ সম্রান্ত তিথি নক্ষত্রে

হৃদয়টা যেন নক্সাকরা ঝকঝকে রেকাবী—
দেবদারুর রহস্যভাঙা হাসির মতোন
সাবান ধোওয়া বাসনের মতোন হৃদয়ের বুকে চোখে এক গুচ্ছ পিপাসার ফল
বেশ দামী আঙুরফল আমার জন্যে অনেকেই রেখেছিল
আমার শুভেচ্ছা সফরের জন্যে—
আশমানী আমার বাহুল্যবোধে ক্ষীণকটা কিছু স্রোতস্বিনী
চোখ রেখেছিল
আমার পথেপ্রান্তরে নিকোনো ছিলনা কোনো শুভ্রতার শিরীষ, রতিকান্ত কুয়ো
একরঙা ছিল না নিখুঁত কোন দর্শনীয়ের পরিখা, মাস্তুলভাঙা ছিলনা
কি একটা শূন্যতার সাগর ভাসছিল আমার শিরায়, হয়ত অহেতুকের বাগান
পদব্রজে কত দূরেই যাওয়া চলে, আমার জানা ছিল না

আমার পাঁজরে নাকি বৃত্রাসুর-বধের মশলা আছে, অরণ্যের নমুনা আছে
এবং ভ্রমণে ভ্রম আছে অনেক, আমার ভ্রমবশতঃ ভ্রমণের আশ্চর্য
নেশা আছে
আল্পনাআঁকা দুধরং কাঁথার মতোন
তার স্বরে কথাগুলো ছুঁড়ে মেরেছিল আমার বাবলা গাছের মতো
বোধের কার্নিশে
পশ্চিমী এক গণক
তোষামুদে ঈশ্বরের মুখে লাথি মেরে
থুতু ফেলে

সদম্ভে জানাতে ইচ্ছে হয়, পণ্ডিত গণক এবং যুবতী গণিকায়
কোনো ভেদ নেই
রূপে কিম্বা রূপান্তরে, পেটে অথবা হৃদয়ে
ইচ্ছাতুর ব্যভিচারে
কিম্বা
লালাসিক্ত রাতে

আমি ভবিষ্যতে কুলাঙ্গার হতে পারি, গুরুজনের আশঙ্কা
গৃহস্থের অনুমান, আমি উন্নাসিক
যেহেতু আমার মধ্যে কোনো গণনার স্পৃহা নেই
যেহেতু বয়স্কালে একটি তাজা নরম মুখ
আমাকে ইশারায় ডেকে কুকুর সাজাতে পারেনি
(জনশ্রুতি, কুকুরেরা দুর্দান্ত প্রেমিক)
আমার রক্তে নাকি বিবমিষু মেঘ, মেঘের জল, সন্ন্যাসীর এষা
পড়শীরা আন্দোলিত উৎসাহে কানাকানি করে
সেহেতু হয়ত জানি না
পদব্রজে কতদূর যাওয়া চলে, কোন্ সীমান্তে

প্রত্যক্ষ কবিতার মতো আমার চোখে ফুটছে দ্বাদশসূর্যের আলো
আমি সূর্য সম্ভাবনা—
কোনো এক নীল-নির্জন নয়নতারা ভেবেছিল
কেননা, পদব্রজে তাকে নিয়ে অনেক অনেকদূর হেঁটেছিলাম
শ্যামবাজার থেকে ইডেনের ছায়াবীথি পর্যন্ত
খেলাচ্ছলে বলেছিলাম, অনেক চন্দ্রমল্লিকার স্তোত্র
দশমীর জোয়ার ভাঁটায় পরাগের রঙীন যন্ত্রণা
গর্ভরেণুর সম্ভাব্য উপন্যাস
স্বপ্নমাখা সংসারের গল্প
এঁকে ছিলাম মার্কিনী বাসরের শততম রজনী ও উজ্জ্বলতা

আশ্চর্যের সৌধ আমার হৃদপিণ্ডের আয়নায়
অজস্রের প্রতিদানেও পর্যটনের পরিধি কত আমার জানা নেই

ঐকিক নিয়ম-টা আমার পছন্দ সই, তবু আশঙ্কা ছিল
পর্যটক আমি নাও পেতে পারি কোনো
ফলবতী
কিম্বা ঝাউবনের আয়না
নাও মিলতে পারে জনপ্রিয় পল্লীর গাভী এবং গজল
ইত্যাদির সমীক্ষা সত্ত্বেও আমি পদব্রজে কত দূর যেতে পারি
—প্রশ্নবোধে অস্থির একজোড়া নক্ষত্রমনি

বহুদিন আগে কোনো এক গঞ্জে গিয়েছিলাম, তখন
শূন্যতা আমার শোভা ছিল না, রক্তে ছিল না পোকা
আমি, নিখিলেশ ও বিন্তি বেশ প্রমাণ সাইজের গঞ্জে গিয়েছিলাম
উদ্দেশ্য কি ছিল ভুলে গেছি
বালককালের মতো আমার হৃদয়-টা ভুলে বোঝাই
আমি ভুল করতে ভালোবাসি
'আমার ভালোবাসার পুরোটাই ভুল'—বলেছিলে বিন্তি
বিন্তি নামের আহত স্মৃতি
গঞ্জের সদরে আমাদের বলিষ্ঠ চুম্বন ছিল
গঞ্জের আঁধারে আমরা হরিদ্রারঙের অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম
গঞ্জের পণ্ডিত মশাই হাতজোড় ক'রে শহরে একটা কাজ চেয়েছিল
অর্থাৎ সকলেই চিনেছিল, প্রত্যেকেই বিন্তিকে ত্রিনয়নী এবং তৃতীয় নয়নের
ক্ষমতা ভেবেছিল, আমাকে লোভাতুর
সর্বোপরি, নিখিলেশকে নীলকণ্ঠ পুরুত
কেউ ভাবতেই পারে নি, আমরা কিছুক্ষণের বৃত্তে পরিচিত
কেউ ভাবতেই পারে নি, বিন্তি এসেছিল স্বেচ্ছায় প্রখর
ঝড়ের হদিশ পাবার জন্যে, ঝড়ের ঔরসে কিছুটা
নীলাজ ধানের বীজ ফলনের জন্যে—
তবু আমরা ভাবতেই পারি নি, আমি অথবা নিখিলেশ ছাড়া
বিন্তি গোত্রান্তর হতে পারে
আমরা ভেবেছিলাম বিন্তির বুকে সান্তনার বিশাল ঘট আছে
সমুদ্রসৌরভের কিছু মিষ্টি ফসল আছে

তার ময়ূর কণ্ঠে দেখেছিলাম বৈচিফুলের বেরংমালা
দেহে লজ্জা-নিবারনী ফিকে শাড়ী
আমরা দুয়ে দুয়ে চার ভাবিনি, আমরা জানতাম-না পর্ব্বত-ও কখনো
মহম্মদের হেপাজতে দেহ বিকোয়
যেহেতু দেখেছিলাম, শুভেচ্ছাসফরের জন্যে বিন্তি হাত মিলিয়েছিল
দোহারা ব্রহ্মচারীর সঙ্গে—
আমরা আহত হয়েছিলাম কি এক বিষন্নতায় অথবা বিপন্ন বিস্ময়ে

আমার জানা ছিল না, নিখিলেশ গঞ্জের রত্নাবাঈকে চেনে
আমি জানতে পারি নি, ভোরের নক্ষত্রে নিখিলেশ বিদায়ের চন্দন
লেপে গেছে
জেনেছিলাম, অপ্রাপ্তির দর্পনে মুখ ঘষতে চায় নি সে
আমায় কে যেন তার অতিপ্রিয় গান শুনিয়েছিল, যার মর্মার্থে
ফুল ফোটাবার আর্তি
আমি জানতাম না
নিখিলেশ হরিণঘাটার উৎস সন্ধানে গোপন প্রিয় পদাতিক

দীর্ঘকালবাদে মুগ্ধ বোধের সৌজন্যে পদব্রজে নাম লিখিয়েছি
সুস্মিতের আশ্লেষে ব্যক্তিগত ভ্রমণের কালে কিছু না মিলে
একা কতদূর যেতে পারি
পদব্রজে মাধুকরী কুড়োবার জন্যে কতদূর যেতে পারি
—প্রশ্নবোধে অস্থির নক্ষত্রমনি
আমার মনে পড়েছে নিখিলেশের যন্ত্রনা, বিন্তির কামসূত্র
মনে পড়েছে, রামধুনের মতো সুর ভেঁজে নিলিপ্ত শিকারীর তৃষ্ণা
ব্রহ্মচারীর দুঃসাহস, জীবন

দৃশ্যের পর দৃশ্য আমার চোখে ভাসছে
এখন যেমন ভেসে চলেছে শান্তিমাখা ধান-ক্ষেত, ঘুঙুর বাঁধা পায়রা
দীঘল পুকুর
যেমন চোখে পড়ছে সৌরজগতের জলছবি
গোলাপী বাতাসের ফিসফিস

জানিনা কত দূরেই যেতে পারি—
নিখিলেশের চেহারা, বিস্তির দেহ, তার আদুল তৃষ্ণা, উলঙ্গ কবিতার মতন বুকে
লজ্জাহীন ক্ষুধা
নানা ছবির পর ছবি এঁকে সন্ধিৎসু হৃদয় নিয়ে কতদূরে যাওয়া চলে…

পদব্রজে কতদূর যেতে পারি জটিল নক্ষত্রবিজ্ঞানের মতো
যেকোনো সানুদেশের লোভে
অথবা নির্দ্বিধার জঙ্গলে
কিম্বা কোকিলের ভালোবাসা নিয়ে কতদূরেই যাওয়া চলে
জেগে থাকে
আমার দীপ্রজিজ্ঞাসা যেহেতু রহস্যময়

কে যেন ফিসফিসিয়ে ওঠে কারুর জন্যে আমার নাকি কোনোই
উদ্দীপনা নেই
লোকশ্রুতি, ঈপ্সিতার জন্যে পদব্রজে আমি নাকি বৃষ্টিহীন
পথ ছেড়ে বাদল-ঝরা সাঁকোয়
নদীলিপ্ত স্মৃতি মেখে মোহনায়
হেঁটে যাচ্ছি
টুকে নিচ্ছি একরাশ রজনীগন্ধার আত্মজীবনী
ঝর্ণাতলার আলেখ্য
এবং পাহাড়ী পথের উপন্যাস যা-কিনা একান্ত ঘরোয়া
অথচ আশ্চর্য এই কেউ-ই জানেনা, সরেজমিন তদন্তে আমি জেনে গেছি
নারী মাত্রই অপবিত্র অশ্লীল
এবং সকলেই জানে কি জন্যে যেন পদব্রজে কতদূর যেতে পারি
আমার জানা নেই, শব্দহীন নিভৃতি নিয়ে প্রত্যাশার
কোন তিথিনক্ষত্রে যতি টানা চলে আমার বিস্মিত হৃদয় আদৌ
জানে না—একটুও জানে না।

স্বস্তি চট্টোপাধ্যায়

॥ বিস্মৃত ঠিকানা বিষয়ক ॥

মধুচক্রে গুঞ্জিত ভ্রমরকেরানী কাশবনে নেচে চলে—
আকাশের নীল রঙে সাদানকসায় নানা প্রস্তাব নিয়ে
কত মৃদু ক্লান্ত হাওয়া
শিউলী-বকুলের ঝগড়া দেয় মিটিয়ে।
(স্থাণুবৎ চেয়ারের মতো আমি স্থির বৃক্ষশাখা)
আমার রুধিরে শুনি, আজো জাগে পুরোনো যন্ত্রনা।
ওষ্ঠের রক্তিম ইচ্ছা আলাপের নেশা আজো দোলে শুধু দোলে
কি এক আবেশে
এবং মধুচক্রে গুঞ্জিত ভ্রমরকেরানী কাশবনে নেচে চলে।
অথচ বন্ধুস্থে, প্রাণে বাজে শুধু ব্যথা, কেন বাজে, শুধু বাজে
'সেই স্মরনকাল অদৃশ্যকেন' ?
তুমি তো জানোই, দীর্ঘবাহু রোদের তালুতে কোনো হলুদ প্রজাপতি
পুষ্পপরাগের সঞ্চয়ে রত হ'লে আমি বসে থাকি প্রাকৃত স্তব্ধতার
অন্তরালে মগ্ন আগ্নেয়গিরির মতো।
অথচ বন্ধুস্থে, আমার কিশোরী সকাল
অথবা তোমার হাসির মতোন সুনিবিড় স্মরনীয়কাল, দিনলিপি
কোনো এক চেনা মুখের ঝাপসা ছবির আড়ালে হারিয়ে গেছে।

চন্দন ভট্টাচার্য

॥ অনেক অনেক ফুল ॥

হৃদয়ের মাঝখানে হাতদিলে
পেতে পারি অনেক অনেক ফুল হয়ত
ডুবে থাকা অন্তহীন নক্ষত্রের মত।
অনেক অনেক ফুল ধরা দেয় হৃদয়ের মাঝখানে
কখন, কেউ তার খেয়ালই রাখেনা
হয়ত আমিও না
ব্যতিব্যস্ত সময়ের ঘোরে, তবু জানি
যদি ভুলেও কোনদিন অকারনে হাত নিয়ে যাই
হৃদয়ের মাঝখানে, সেই হাতে ধরা দেবে
অনেক অনেক ফুল
কুয়াশার ওপারে নীল আকাশ যেমন।

অভিজিৎ সরকার

॥ বলয়গ্রাসের ব্রত ঃ পুণ্যফল ॥

(শুভঙ্কর ঘোষকে)

ভাবলাম খালি চোখে
বলয়গ্রাস দেখে অন্ধ হয়ে যাই
কেননা
যতটুকু শোনা :
তোমাদের ও 'ইত্যাদি'দের চোখে
আমি কাফ্রি পুতুলটাই।
শুভ,
প্রেতের ধোঁয়ায় অশুভ
আনিঃস্ব টান দিয়ে যাচ্ছি অহোরহ
ঐ পুতুলেরি মত ;—
তোমরা জলছ পাইপে নাবালক শিশু
সেহেতু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মবিদ হয়ে : 'রামো কহো'—
মন্ত্র ছুঁড়ে আমার ধারণা ভাঙার তো কিছু
নাও নি কো ব্রত।

তাই-ই ভাবলাম
খালি চোখে বলয়গ্রাস দেখে
অন্ধ হয়ে যাই
তাই
রাস্তায় নাবলাম—

সবাই রাস্তায় চোখ ঢাকা দিয়েছে

আমি তাড়াতাড়ি
শুভ তোমার ও 'ইত্যাদি'দের ঘৃণা
প্রবৃত্তির কাঁচে মাখিয়ে নিই কালো করে ;
ভালো করে
নেড়ে চেড়ে বলয়গ্রাস দেখি হয় কিনা
রোজকার গায়ে পড়া সূর্যটার সম্পূর্ণ ধড়ই,
'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এসে
চোখ ধরল ঠেসে—
(ইচ্ছে করে অন্ধ হওয়া বড় অপরাধ এই লোকে !)

কাঁচটা টিঁকল না
কারণ প্রবৃত্তিরা ঠুনকো বড় ;
বেহুঁশ মাতাল সব ইচ্ছেগুলোর কাছে
কাঁচ-ও ইস্পাত দেখা গেছে।
অতএব আরো একবার সড়গড়
করে নিলাম নামগুলো যেগুলো ঘেন্না করেও
কাগজে কলমে কিছু লিখল না।

শেষবার—
বলয় গ্রাসের বৃন্দাবনে একবার
'জল পড়ে পাতা নড়ে'র তালে মাথাটা নেড়ে
যাই ইচ্ছে হল।
তারপর ইচ্ছে হল
শুভঙ্করের নামতা পড়ে পড়ে
মেঘনাদ হয়ে যাই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে শেষবার।

যেহেতু ইচ্ছে আর প্রবৃত্তিরা ফ্যাশনের চেলা
তাই সকলকে ধোঁকা দিয়ে
"শুভকে খুঁজছি বলে" এই বেলা
চোখের ওপর হাত ধরে ফাঁক দিয়ে
সূর্যটা দেখতে যেতেই
পায়ে কার হাত ঠেকল—

মুখটা ফ্যাকাশে ভয়ে—

বিস্ময়ে
নীরক্ত আপেলেই
দৃষ্টির ছুরিটা ঠেকল
আমার—

জন্তুটার
চোখে ছিল 'ইত্যাদি'র কান্নার জল
ঠোঁটটা তোমারই মত।

চোখের জলে তার রাহুগ্রস্থ সূর্যটা দেখে ভয় হল—
কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে স্ত্রীর মরা মুখ দেখে ভয় হল।

সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো!
আমার মরা, বোবা এবং বিশেষতঃ কানা ছেলেটার
মুখের আদল
বলছি সঠিক—
ঠিক ঠিক
জন্তুটার মুখেতে বসানো!

অর্পিতা রুদ্র

॥ প্রশান্ত ইশারায় ॥

রাত্রির কালো চোখে দেখলাম
নিশ্চিন্ততার স্বপ্ন, শান্তির নীলাভ আহ্বান
আয়রণ সেফের মত গভীরতার কোমল গহ্বরে
বিশ্রামের আবেশ কিছুক্ষণের।

কিন্তু আরো কিছু ছিল
লাষ্ট ট্রামের নিস্তরঙ্গ কক্ষের ভিতর
অর্থাৎ যেখানে ভীতিপূর্ণ আকর্ষণের ইঙ্গিত
এবং নির্জন রাজপথের আশঙ্কাজনক আহ্বান;
বন্ধ দোকানের পাল্লায় শেষের প্রশান্তি
তবুও পরিচিত অজানার কথা বলে যেন নির্বাক ইশারায়…

বাসের শেষ ঘণ্টা সাবধান করে দিলো
উন্মুখ অসহায় সেই সম্মোহিত মন গুলোকে।

স্বপন চক্রবর্তী

॥ ওরা পথ হাঁটছিল ॥

ওরা সমুদ্রের শাসানিকে দারুণ লজ্জা দিয়ে পথ হাঁটছিল
হাঁটছিল বাতাসে বারুদের গন্ধ মেখে
অন্দর ফেলে সদরে মাইল ছাড়িয়ে মাইল, হাতে রক্ত নিশান
ওরা গর্জনে পথ হাঁটছিল
কত প্রান ছুঁয়ে কত প্রানে
বাতাসে বারুদের উলঙ্গ রক্ত শুঁকে ওরচক্ষু
চোখে রক্তকরবীর ইশারা
ওরা পথ হাঁটছিল আলো পেতে অন্নময় আলোর সন্ধানে
ওরা দেখেছিল, উদ্যত সঙ্গীন……তীক্ষ্ণশিস্.....বুলেট, রাঙা পাঁজরে
চৈত্র গোধূলীর গঙ্গা……গঙ্গারঢেউ……স্পন্দন
ওরা দেখেছিল, মায়ের কোলে অন্নকামী শিশুর কান্না
(আশ্চর্য্য ওরাও তো শিশু যুবা বৃদ্ধ, ওরা ভেবেছিল ওদের শিরায়
কান্নার রক্ত, ক্ষুধার কান্না, দাবী)
ওরা দেখেছিল, বিশ্বাসঘাতক প্রেমকে অসতর্ক গুলীর মতোন
অনাত্মীয়
তোমার আমার বুভুক্ষু সত্তার মতোন বেআব্রু—
ওদের রক্তে বিশ্বাসের দেনাশোধের ছবি ওরা দেখেছিল
জেনেছিল, পথ হাঁটছে পীচগলা জনপথে, গঞ্জে
শহরে হাসপাতালে শ্মশানে
যেখানে সম্বল ওদের অঙ্গীকার, অঙ্গীকারই ওদের গৃহিনী, সখী, সন্তান
ভবিষ্যৎ সংসারের স্বপ্ন।
ওরা জেনেছে হেঁটে কিম্বা জোর কদমে ওদের চলা সত্যের আশ্বাসে
আমার সত্তায় জ্বলছে আগুন জবা স্মৃতিবীক্ষাভবিষ্যৎ
তোমার সত্তায় জ্বলুক অগ্নিপ্রেম আশা প্রেরণা দেবার মশলা
ওরা মিছিলে তুলছে ঢেউ বিক্ষুব্ধ ঢেউ
আমি জেনেছি, আমি ও ওদের দলে অথবা ওদের-ই আত্মীয় প্রেমী কেউ।

প্রদীপ বিশ্বাস

॥ প্রতিমার জন্য ॥

ঠিক পাঁচটায় আসছ কিন্তু
না,—আর শুনছি না,
কথার অরণ্যে আর হারাচ্ছি না,
আজ পাঁচটায়,—জাষ্ট পাঁচটায়
নতুন প্রতিমা গড়ছি,—
জীবন প্রতিমা।
হ্যাঁ, ঠিক আসছ কিন্তু…
না'—না, ওখানে নয়,
নীরাতে বা ফারপোতে নয় ;
এবং গ্র্যাণ্ডেও নয়,
সেই ট্রাম ষ্টপেজে
অনেক মাথার মোড়ে.
যেখানে সব ছবিই মানুষের হৃদয় হয়,
যেখানে ভোরের শিশির
জীবন হয়ে হেঁটে বেড়ায়।
ঠিক আসছ কিন্তু....
না,—না,—আর কথার অরণ্যে হারাচ্ছি না
আর শুনছি না।
মনে রেখো কিন্তু....
হ্যাঁ,—
সময় : জাষ্ট পাঁচটা ;
স্থান : ট্রাম ষ্টপেজ ;
বক্তব্য : নতুন প্রতিমা গড়ার ছক্,—
জীবন প্রতিমা
চরিত্র : অনেক মানুষ,
তুমি এবং আমি।

চন্দন মজুমদার

॥ মেঘের আড়াল থেকে ॥

মেঘের আড়াল থেকে তুমি ডেকে গেলে
বিষণ্ণ বাতাসে ভেসে এসে
যৌবনের সাথে লুকোচুরি খেলে।
সপ্তসিন্ধু পাড়ি দিয়ে ছুটি নিশিদিন
লোকালয় থেকে
লোকালয়ে যেন বেদুইন—
সে ডাক মিলায়
জলদর্চি রেখাটেনে
অস্তসূর্যে দীঘল ছায়ায়।

স্বর্ণেন্দু দত্ত

॥ জীবনের প্ল্যাটফরম্ থেকে ॥

আমার জীবন এই-অন্ধকার স্টেশনের মতো
দেখিনি যে একটানা সবুজ আলোর হাত-ছানি,—
মাঝে মাঝে জ্বলে উঠে দূরে, হায় ফের নিভে যায় ;
রাক্ষুসে চোখের মতো রুখে থাকে লাল আলোখানি।
নির্জন রাত্রির তারা ঘুমছুট্ বিরহিণী মনে
আমার ফেরার পথে চোখ পেতে থাকেনি কখনো।
আমার আকুল বুকে নেই কোনো সোনালী সোহাগ—
আমার মনের পাতে রেখাপাত করেনি সে-জনও।
হলুদ জ্যোৎস্নায় আজো ভরেনি আমার এই লোক
শুধু দেখায় ভয় অনাত্মীয় সিগ্‌নালের চোখ॥

সুশান্ত কর্মকার

॥ একাত্মীয় হতে ॥

অনুভূতিতে কেঁপে ওঠে ওদের উচ্ছলতা
আমারই রক্তের স্রোতে ভাসে যেন উন্মত্ত উগ্র ঐ মদিরার নেশা…
তবে কি ওদের বুকে প্রেম নেই, নেই ভালোবাসা !
তবে কি ওরা দ্রাক্ষাবনের মাঝে নিঙরেই শুষে নেবে নিজেদের ?
ছা-পোষা জীবনের সুখ দুঃখে থুথু ছিটিয়ে, হাততালি দিয়ে
অট্টহাস্যে ফোয়ারার ফুলকিই ছুঁড়ে যাবে শুধু ?
তবু বুঝি এই ভালো, ভালো লাগে ওদের এই সব
ইচ্ছে হয় আমারও সর্বাংগে মাখি ওদের প্রমত্ত পরাগ
সময়ের ছবি মুছে আত্মদান করি ফুলে ফুলে….শুধু ফুলে ফুলে ।

মৃণাল দেব

॥ হলুদ হৃৎপিণ্ডে একতারা ॥

এখনো মরেনি সূর্য ।
নিযুত লক্ষবার বাজ পড়ে—
পুড়ে যায় প্রেম ভালোবাসা ;
রমনীর রক্তস্রাবে ভেসে যায় দশকোটি ভ্রূণ—
সবুজ শস্যের ক্ষেতে ।

তবু সূর্য বেঁচে আছে এখনো—এখনো ।
সূর্যেরা রয়েছে বেঁচে অথবা তাহারা—
জীবিতের ভান করে ।
বন্ধুদের হৃৎপিণ্ডগুলি—
ফুলদানি হয়ে ঝুলে আছে—দেয়ালে দেয়ালে ;
প্রেয়সীর চামড়া কেটে—
নিজ হাতে বানিয়েছি গোলাপের তোড়া ;
অতঃপর সযতনে—
সেই সব ফুলগুলি রেখেছি সাজিয়ে ;
দেয়ালের ফুলদানীর
অথবা বন্ধুদের—
হৃৎপিণ্ডের নিরাপদ গর্ভে ।
এখনো মরেনি সূর্য ।
এখনো সে বেঁচে আছে—
অথবা তাহারা—জীবিতের ভান করে যায় ॥

'অনন্য' আগামী জুনের তৃতীয়
সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে
'অবেক্ষা' নামে।
যাবতীয় যোগাযোগের কেন্দ্র
সাধারন সচিব ৬৫।২ সারপেনটাইন লেন
কলিকাতা-১৪

বাংলা ছোটগল্পের একমাত্র মাসিক পত্রিকা
স্বরান্তর
সম্পাদক ঃ অমল রায় চৌধুরী

* স্বরান্তর এর গল্প মানেই ভিন্নস্বাদের পরীক্ষামূলক গল্প ।
* স্বরান্তর শক্তিমান তরুন লেখককে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছে ।
* বছর-এর যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায় ।
* ২৫ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হওনা। কমিশন অনধিক শতকরা ২৫ টাকা ।
* স্বরান্তর এসম্বন্ধে আরো জানতে হলে স্বরান্তর কার্য্যালয়, ২৯ নয়াপট্টি রোড় কলকাতা-২৮ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ।
* সিটি অফিস—২২এ বৃন্দাবন লেন, কলকাতা-৬

আজই অন্তরা এর সদস্য হন ॥ সদস্যগনের রচনাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অন্তর নিজে পড়ুন—অন্যকে পড়ান।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—
৬৭।২, মহাত্মা গান্ধী রোড়, কলকাতা-৯ (ফোন ৩২-৯১০৮)
৪৬, গৌরীবাড়ী লেন, কলকাত -৭
কবিতা, কবিতা বিষয়ক আলোচনা, সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ,
চিঠি পত্র যে কোন ঠিকানায় পাঠালে চলবে ।
উপযুক্ত ডাকটিকিট না থাকলে চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া সম্ভব নয় ।

একটি আধুনিক সমস্যা নিয়ে লেখা
অসাধারন কাব্যনাট্য

এক রাত্রির জন্য

কৃষ্ণধর

গন্ধর্ব কর্তৃক অভিনয়ের পর বাংলাদেশের সমস্ত পত্রিকায়
উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

বৈশাখে বেরোবে

সিগনেট ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

"অন্তর" গোষ্ঠীর অভিনব পদক্ষেপ—

বাংলাদেশের তরুনতম কবিদের কাব্য সংকলন গ্রন্থ

আজকের কবিতা

লিখছেন: শুভঙ্কর ঘোষ, শ্যামসুন্দর দত্ত, অভিজিৎ সরকার, কৃষ্ণা সেনগুপ্ত স্বপন দাস, অপিতা রুদ্র, প্রদীপ বিশ্বাস, অসিত দাস, স্বপন চক্রবর্ত্তী, স্বস্তি চট্টোপাধ্যায়, এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট নবীন কবি।

* প্রস্তুতির পথে
* বিস্তৃত বিবরনের জন্য অন্তরের পরবর্ত্তী সংখ্যার দিকে নজর রাখুন
* সমস্ত স্টলেই পাবেন।

শক্তিচট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

'কবিতা সাপ্তাহিকী'

নিয়মিত পড়ছেন তো?

অন্তর পর্ষদের পক্ষ থেকে সম্পাদক মণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত ও শশাঙ্ক শেখর হাজরা কর্তৃক মহাশক্তি আর্ট প্রিন্টার্স, ২২এ, বৃন্দাবন বোস লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

দাম চল্লিশ পয়সা